মিলনসাগর
www.milansagar.com

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

জন্ম : ১৮ নভেম্বর ১৯১১ মৃত্যু : ২৫ অক্টোবর ১৯৭৭

চিন্মোহন সেহানবীশ

পাবনা জেলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) শীতলাই গ্রামের জমিদার, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে যুক্ত (এক সময়ে দেশবন্ধুর অন্যতম সহকারী) যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর কন্যা ও তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর ভগিনী, সরলা দেবীর তৃতীয় পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্রের জন্ম মামার বাড়ি শ্রীরামপুরে। অন্য পাঁচ ভাইয়ের নাম যথাক্রমে জগদিন্দ্রনাথ, স্বামী বিমলানন্দ (সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে গার্হস্থ্য নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ), রথীন্দ্রনাথ, রণেন্দ্রনাথ এবং সুধীন্দ্রনাথ। ছয় বোনের নাম যথাক্রমে প্রতিভা (সিংহ), অণিমা (চক্রবর্তী), কণিকা (বিশ্বাস), শান্তি (রায়), বাসন্তী (সিকদার) এবং অন্নপূর্ণা (রায়)।

শিক্ষা পাবনা জেলা স্কুল ও পরে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে, কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে (১৯২৭-৩১)। ১৯৩১ সালে ঐ কলেজ থেকে রসায়ন শাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এস্-সি পাস করেন। পরে মেডিকেল কলেজে 'সিট' পেলেও সাহিত্য পাঠের আকর্ষণে ইংরেজিতে বি. এ. (স্পেশাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩৩ সালে ইংরেজিতে এম. এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে সহপাঠিদের মধ্যে ছিলেন বিষ্ণু দে, প্রণতি রায় চৌধুরী, ক্ষিতিশ রায় প্রমুখ। অল্প বয়স থেকেই ছিল গান গাওয়ার ঝোঁক— রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্তের গান। পরে হরিচরণ চক্রবর্তী, ভিষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তামিল নেন এবং রবীন্দ্রসংগীত শেখেন সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। আবার বিষ্ণু দে, নীরদ চৌধুরী ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় পাশ্চাত্য সংগীতের সঙ্গেও কিছুটা পরিচয় হয়। অন্য দিকে শীতলাই হাউসে আনাগোনা ছিল রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশনেতাদের। এই পরিবেশে জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যে স্বাদেশিকতার উন্মেষ হয় আর কলেজ পাঠের সময় তাঁর 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। ১৯৩৮ সালে রিচি রোডের বিনয়েন্দ্রপ্রসাদ বাগচির কন্যা উর্মিলাকে বিবাহ করেন (উর্মিলার মৃত্যু ৪ আগস্ট ১৯৭৩ দিল্লী প্রবাস কালে)। পুত্র কন্যাদের নাম যথাক্রমে শান্তনু, সুদেষ্ণা, সিদ্ধার্থ ও সুস্মিতা।

জ্যোতিরিন্দ্র কবিতা লিখতেন কলেজে পড়ার সময় থেকেই। তারপর বিষ্ণু দের মারফত ঘনিষ্ঠ হন 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে এবং ঐ পত্রিকাতে তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে তিনি মার্কসবাদী চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রথমে 'ত্রিশঙ্কু' ছদ্মনামে ও পরে স্বনামে কবিতা প্রকাশ করেন। এছাড়া 'জনযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি তখনকার বহু পত্রিকায় এবং দিল্লী প্রবাসকাল দিল্লীর 'ইন্দ্রপ্রস্থ', 'অজন্তা', 'দিগন্ত' প্রভৃতি বহু পত্রপত্রিকাতেও তাঁর নানা লেখা ছড়িয়ে আছে। ১৯৪২ সালে প্রথম থেকেই তিনি 'ফ্যাসিস্ট'

এই লেখাটি, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির "করোলবাগ বঙ্গীয় সংসদ" দ্বারা প্রকাশিত, অজিত কুমার নন্দ সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে ডঃ নরেন্দু সেন দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।

মিলনসাগর
www.milansagar.com

বিরোধী 'লেখক ও শিল্পী সংঘে' যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ের 'গণনাট্য সংঘ' প্রতিষ্ঠা কালেও তিনি ঐ সংঘের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে তিনি যোগ দেন ১৯৪২ সালে।

জ্যোতিরিন্দ্রের কবিতা ও গান যথাক্রমে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল এই ভাবে— 'মধুবংশীর গলি', 'নবজীবনের গান' (স্বরলিপি-সহ), 'রাজধানী' ও 'মধুবংশীর গলি' এবং 'যে পথেই যাও'।

গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় দলের আন্ধেরির আস্তানার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন রবিশঙ্কর, শান্তি বর্ধন, বিনয় রায় প্রমুখের সঙ্গে। ১৯৫০ সালের পর কিছুদিন শিক্ষকতা করেন বোকারোর এক স্কুলে। তারপর ১৯৫৫ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রায় স্থায়ীভাবে দিল্লী প্রবাসী হন। সেখানে 'সংগীত নাটক আকাদেমি' ও 'ভারতীয় কলাকেন্দ্র'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সঙ্গীত প্রযোজনা করেন 'রামলীলার'। সেখানে থাকার সময় সুকুমার রায়ের 'লম্বকর্ণ' পালা-তে সুর দেন এবং তারপর বিষ্ণু দের 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের' কবিতায়। চলচ্চিত্রে উল্লেখযোগ্য সংগীত পরিচালনা 'কাঁচের স্বর্গ', 'কুমারী মন', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত 'কোমল গান্ধার', 'মেঘে ঢাকা তারা', তথ্যচিত্র 'আমার লেনিন' এবং সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ'।

১৯৭৪ সালে তিনি আবার ফিরে আসেন কলকাতায়। এখানে 'পাঠভবন' ও 'কমলা গার্লস স্কুলে'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছোটোদের জন্য কয়েকটি গান রচনা করেন এবং 'আবোল তাবোল', 'লালকালো', 'সে' এবং ক্ষিতিশ রায় রচিত 'কুড়ুনী' প্রভৃতিতে সুর যোজনা করেন।

২৫ অক্টোবর ১৯৭৭ হায়দ্রাবাদ থেকে ফেরার পথেই ট্রেনেই আকস্মিকভাবে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জ্যোতিরিন্দ্র-জীবনীর পক্ষে এই-সব তথ্যগুলি নিশ্চয় প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই কি জ্যোতিরিন্দ্রের প্রকৃত পরিচয়? বরঞ্চ তাঁর সে পরিচয় কিছুটা মিলবে 'ইন্দিরা' প্রকাশিত এই গ্রন্থে। আশা করব পরের খণ্ডটিতে তাঁর গানগুলির সংকলন পুরোপুরি ঘটবে। আর মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচয় আমাদের অন্তরে— যারা তাঁর বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধের দল।

এই লেখাটি, জেনুয়ারী ১৯৭৪ সালে, নতুন দিল্লির [illegible] দ্বারা প্রকাশিত, [illegible] সম্পাদিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রর "যে পথেই যাও" কাব্যগ্রন্থের, ২০০৭ সালে [illegible] দ্বারা সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নেওয়া।